দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বাংলা ইংরেজিতে দু'শ নম্বরের কোর্স চালু হচ্ছে ২০১১ সালে

মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণের উদ্যোগ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও সময়োপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে আগামী ২০১১ সাল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজিতে দু'শ' নম্বরের কোর্স চালু করা হচ্ছে। বোর্ড পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সিলেবাস প্রণয়নেরও কাজ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউসুফ সাংবাদিকদের বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও সময় উপযোগী করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে দু'শ' নম্বরের কোর্স চালু করা হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। প্রস্তুতির অভাবে ২০১০ সাল থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে দু'শ' নম্বরের কোর্স চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দাখিল ও আলিম পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বকারী মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের সঙ্গে রবিবার এ বিষয়ে বৈঠক করেছেন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। একই বিষয়ে আলোচনা করতে আগামীকাল বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। এর আগে এ বিষয়ে গত ১৭ ডিসেম্বর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (মিইএসডিপি) একটি বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং গত ১৮ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বৈঠকে একই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০১০ সালে ওই দুই বিষয়ে ২০০ নম্বরের কোর্স চালুর পরিকল্পনা থাকলেও সিলেবাস প্রণয়ন ও প্রস্তুতির অভাবে তা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সিলেবাস প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ২০১১ সালে দাখিল ও আলিম পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা দু'শ' নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষায় অংশ নিবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজিতে দু'শ' নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে কেবল তারাই বিষয়গুলোতে ভর্তি হতে পারবে। আর এ শর্তে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ে। এরপরই সতর্ক হয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।